দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 1● DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

236

শিক্ষাঙ্গনে

মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষা ঋণ

স্বাধীনতা লাভের পর গড়ে কয়েক বছরে আমাদের দেশে শিক্ষা রীতিমত একটি ব্যয়বহুল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা উপকরণগুলোর মূল্য বৃদ্ধি এর অন্যতম কারণ। এর সাথে আছে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো যোগান দিতে একটি সাধারণ পরিবারের সকল শক্তি নিয়োগ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি বাড়তি বিষয় বলে অনুভূত হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের দেশে শিক্ষার পথে অন্যতম প্রধান বাধা যখন অর্থাভাব তখন শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে, অর্থাভাব দূর করার প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই আসে। প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা সব পর্যায়েই অর্থাভাব শিক্ষা চালিয়ে যাবার পথে অন্তরায় হতে পারে। পরীক্ষার ফী যোগাতে না পারায় অনেক শিক্ষার্থীরই পরীক্ষা দেয়া হয়ে উঠে না। কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের খরচ জোগাতে পারে না। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ড্রপ আউট সমস্যা অন্যরকম। কর্তৃপক্ষ বই-পত্র বিনামূল্যে বিতরণ করেন। তবুও ড্রপ আউট হচ্ছে।

প্রয়োজনের তুলনায় দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অতি সামান্য এবং প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের যোগ্যতাসম্পন্ন হাজার হাজার ছাত্র আসন সংকুলানের অভাবে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে, শুধুমাত্র আর্থিক অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের কারণে প্রথম শ্রেণীর মেধা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। এটা দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি।

মেধাবী ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ প্রকল্প চালু করার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু এই ঋণে দরিদ্ররা খুব কমই লাভবান হবে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাদের পৌঁছায় পথই অত্যন্ত সংকীর্ণ। কাজেই, যদি মেধা ও প্রতিভার লালন করতে হয় তাহলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই এই ঋণ শুরু করতে হবে। যে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রটি অর্থের অভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সিঁড়ি পার হতে পারে না তাকে সাহায্য করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহলে দেশের হাজার হাজার দরিদ্র মেধাবী ছাত্র দেশের জন্য মহাসম্পদে পরিণত হবে।

তাই আমরা মনে করি, শিক্ষা ঋণ প্রকল্প তথা শিক্ষা সহায়তার ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষালয়ের দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের থেকেই শুরু হওয়া উচিত।

—কাওসার পারভীন